সারণি ২ এ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি ফরমুলা প্রদত্ত হলো:-

(ক) খড়ভিত্তিক খাদ্য ফরমূলা

১. ইউএমএস যথেচ্ছা পরিমাণ + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

২. ইউরিয়া দিয়ে সংরক্ষিত খড় +মোট খড়ের শতকরা ৩.০-৪.০ ভাগ চিটাগুড় + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

(খ) সবুজ ঘাসভিত্তিক খাদ্য ফরমূলা

১. সবুজ ঘাস + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

২. সবুজ ঘাস + মোট ঘাসের শতকরা ২.৫-৩.০ ভাগ চিচাগুড় + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

৩. সবুজ ঘাস + ইউএমএস + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সাবধানতা :

১. গরুকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার খাদ্য ও সরাসরি চিটাগুড় খাওয়ানোর ফলে অনেক সময় গরুর পেটে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দানাদার মিশ্রণ কমপক্ষে দিনে দু'বারে অথবা তিন বারে ভাগ করে সরবরাহ করতে হবে। চিচাগুড় গরুকে সরাসরি সরবরাহ না করে বিভিন্ন আঁশ জাতীয় খাদ্যের সহিত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। গরু যদি গ্যাসে আক্রান্ত হয় তা হলে গরুর পুষ্টি প্রক্রিয়ায় ভীষণভাবে ক্ষতি করে। এ অবস্থায় গরুকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে এবং নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. কোনক্রমেই দানাদার ইউরিয়া অথবা ইউরিয়া মিশ্রিত পানি যাতে গরু না খেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দানাদার ইউরিয়া বা তার দ্রবণ গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া বা যে কোন প্রাণীর জন্য বিষাক্ত। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়।

৪. হৃষ্টপুষ্টকরণ কাজে ব্যবহৃত গরু দ্বারা হালচাষ বা গাড়ি টানা, ফসল মাড়াই ইত্যাদি কাজ করানো যাবে না।

গরু মোটাতাজাকরণে পুষ্টিজনিত কিছু সমস্যা ও সমাধানের উপায় :

গরু যাতে রোগে আক্রান্ত না হয় সে জন্য রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এ জন্য বিভিন্ন রোগের টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। হৃষ্টপুষ্টকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত : এসিডোসিস, ব্লট ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়।

এসিডোসিস : গ্রাম-গঞ্জে বেশীর ভাগ মানুষ গরু লালন করে থাকেন। অনেকে গরুর খামার স্থাপন করেছেন। তাঁরা খাদ্য হিসেবে গরুকে প্রচুর পরিমাণ ভাত, দানাদার খাদ্য অথবা অনেক সময় চিটাগুড় সরাসরি খাইয়ে থাকেন। এ ধরনের খাদ্যগুলো একসঙ্গে বেশী পরিমাণ খাওয়ানোর ফলে গরুর পেটে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়। এসিডের জন্য গরুর শ্বাসকষ্ট হয়, পেটকামড়ায়, অস্বস্থিবোধ করে এবং পাতলা পায়খানা হতে দেখা যায় ও অনেক সময় পেটে লাথি মারে ও শুয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ : দানাদার খাদ্য দিনে ২/৩ বারে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। চিটাগুড় সরাসরি খাওয়ানো পরিহার করে বিভিন্ন আঁশ জাতীয় খাদ্যের সাথে ব্যবহারের প্রযুক্তি অনুসারে খাওয়ানো যায় (পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে)। ভাত অন্যান্য দানাদার মিশ্রনের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তবে খরচের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

চিকিৎসা : গরু এসিডোসিসে আক্রান্ত হলে হৃষ্টপুষ্টকরণের ক্ষেত্রে গরুর পুষ্টি প্রক্রিয়ায় ভীষণভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তবে গরুকে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং এন্টাসিড যেমন ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া এ্যান্টিবায়োটিক এবং স্যালাইন মুখে খাওয়ানো যেতে পারে।

ব্লট : ব্লটকে পেট ফুলা রোগ বলে। গ্রাম-গঞ্জে সাধারণত : ডাল জাতীয় ঘাস যেমন- খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি ঘাস কচি অবস্থায় বেশী খাওয়ানো হয়। এ ধরনের সবুজ ঘাস এককভাবে প্রচুর পরিমাণে খেলে গরুর পেটে গ্যাস হয়। এতে পেট ফুলে যায় এবং পুষ্টিরও অপচয় হয়।

প্রতিরোধ : সবুজ ডাল জাতীয় ঘাস অতিরিক্ত না খাওয়ানো এবং এ জাতীয় ঘাসের সাথে ১০-১৫ ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

চিকিৎসা : ব্লট হয়ে গেলে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে। তাই এ অবস্থায় নিকটস্থ পশু চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে প্যারাফিন, তিল বা তিসির তেল এবং এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো যেতে পারে। বিপজ্জনক অবস্থায় পেট ক্যানুলা ব্যবহারে ছিদ্র করে দেয়া উচিত।

৪. বাজারজাতকরণ:

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ করতে হয়। আমরা মোটামুটি ভাবে ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে এ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারি। খামারীরা সময় ভেদে এবং বাজারের চাহিদা ও বেশী মূল্যের দিক নজর রেখে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন। যেমন-কোরবানী ঈদের বাজারে গরুর চাহিদা ও উচ্চমূল্যে খামারীরা বেশী লাভবান হয়ে থাকেন।

গবাদিপশু হৃষ্ট-পুষ্টকরণে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত সুষম পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উপাদানই যথেষ্ট, অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

মাংসের জন্য গরু লালন-পালনে স্টেরয়েড ও হরমোন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটি ব্যবহার সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ।

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি:
প্রকাশ সংখ্যা : ২৫,০০০ কপি
প্রকাশনা স্বত্ব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
প্রকাশক : উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
ফোন : ৯৫৮২১৬২, ফ্যাক্স : ৯৫৫৬৭৫৭
ই-মেইল : flidmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.flid.gov.bd
মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ, পল্টন, ঢাকা-১০০০

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

ভূমিকা:

মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমিষের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণে প্রাণিজ আমিষের একটি প্রধান উৎস হলো গো-মাংস। প্রতি বছরে ৬১.৫২ লক্ষ মে: টন গরুর মাংস উৎপাদন হয়। জনপ্রতি প্রতিদিনের মাংস চাহিদা ১২০ গ্রাম পুরাতে গেলে উৎপাদন আরো কয়েক গুণ বাড়াতে হবে। দেশের প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানীগণ বাড়তি মাংসের চাহিদা পূরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উদ্ভাবন করেছে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ পদ্ধতি। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অপুষ্ট বা দূর্বল গরু বা বাছুরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এবং পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে হৃষ্টপুষ্ট বা উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম সময়ে পুষিয়ে বাজারজাত করা হয়। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার স্থাপন একটি লাভজনক ব্যবসা। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাপ্ত গরু উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারে কিভাবে লাভজনক মাংস উৎপাদন করা যায় সে লক্ষ্যকেই সামনে রেখে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ষাড় ও বলদ এবং উৎপাদন ক্ষমতাহীন গাভীগুলোই মোটামোটি গো-মাংসের জন্য হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহার হয়ে থাকে।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলো হলো:

১. গরু ক্রয়
২. ক্রয়কৃত গরুর যত্ন
৩. পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা
৪. বাজারজাতকরণ

১। গরু ক্রয় : উপযুক্ত পশু ক্রয়ের উপর হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি নির্ভর করে। এজন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো ব্যবহার করে হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরু নির্বাচন করা জরুরি।

ক. দৈহিক আকার বর্গরূপ হবে,
খ. গায়ের চামড়া ঢিলা, শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিকহারে মোটা, মাথাটা চওড়া, ঘাড় চওড়া এবং খাটো,
গ. পাগুলো খাটো এবং সোজাসুজিভাবে শরীরের সাথে যুক্ত,
ঘ. পিছনের অংশ ও পিঠ চওড়া এবং লোম খাটো ও মিলানো,
ঙ. গরু অপুষ্ট বা দুর্বল কিন্তু রোগা নয়,
চ. ২-৫ বৎসরের অথবা কমপক্ষে ২ দাঁতের এঁড়ে বা ষাঁড় গরু ক্রয়,
ছ. কালচে লাল বা কালো গরুর চাহিদা বেশী। সাদা গরুর চাহিদা কম,
জ. শংকর জাতের গরু অল্প সময়ে বড় হয়।

২। ক্রয়কৃত গরুর যত্ন : গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত গরুকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো কৃমি মুক্তকরণ। কারণ গরুর খাদ্য নালীতে অনেক প্রকার ক্ষতিকর পরজীবী বাস করে। এ সকল পরজীবী গবাদিপশু যে সব খাদ্য খায় সেই খাদ্যের উৎকৃষ্ট অংশ খেয়ে জীবন ধারণ ও বংশ বিস্তার করে। পরজীবীর কারণে গরু ঠিকমত পুষ্টি না পেয়ে দিন দিন রুগ্ন হয়ে যায় এবং এক সময় উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই গবাদিপশু ক্রয়ের পর প্রত্যেকটির গোবর রোগ অনুসন্ধান পরীক্ষাগার অথবা নিকটস্থ একজন পশু চিকিৎসকের সাহায্যে পরীক্ষা করে পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। গরুর ওজনের ভিত্তিতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার বাঞ্চনীয়। গরু নির্বাচন ও সংগ্রহের পর পরই পালের সব গরুকে এক সাথে কৃমি মুক্ত করা উচিত। পশু ডাক্তারের নির্দেশমতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে।

* তড়কা, বাদলা, ক্ষুরারোগ ও গলাফুলা রোগের টিকা দিতে হবে,
* গরুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে,
* গরুর বাসস্থান শুষ্ক, আলো বাতাসময় এবং আরামদায়ক রাখতে হবে,
* গরুকে কোনো কাজ না করিয়ে প্রচুর বিশ্রামে রাখতে হবে।

৩। পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা : হৃষ্টপুষ্টকরণে গবাদিপশুর জন্য খাদ্য তালিকা বিশেষ ধরণের হতে হবে। কারণ গরু হৃষ্টপুষ্ট করার মোট খরচের শতকরা ৭০-৮০ ভাগই খাদ্য এবং পুষ্টির সাথে জড়িত। কম খরচে বেশী লাভ এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খাদ্য খরচ হ্রাস করা না হলে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা কষ্টকর ব্যাপার। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের ক্ষেত্রে অনেক খামারীই খাদ্যের বিষয়টি নিয়ে মহা বিপাকে পড়েন। আমাদের দেশে যে সমস্ত খাদ্য উপকরণ পাওয়া যায় সেগুলোতে সব সময় পুষ্টিমান সমান থাকে না। বিভিন্ন বই পুস্তকে খাদ্যের নাম বা পুষ্টিমান দেয়া থাকলেও সহজে সংগ্রহ করা যায় না বা সংগ্রহ করা গেলেও অনেক উচ্চ মূল্যে সংগ্রহ করতে হয়।

কম খাদ্য খরচে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণ সরবরাহের জন্য নীচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :-

* কম মূল্যে সহজলভ্য খাদ্য উপকরণ ক্রয় করে খাদ্য তৈরী করা,
* প্রাপ্ত খাদ্যগুলো প্রয়োজনমত প্রক্রিয়াজাতকরণ,
* মৌসুমে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ সংগ্রহের পর মজুতকরণ,
* পশুর প্রয়োজনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ ও সে মোতাবেক গরুকে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ,
* কোন পদ্ধতিতে খাদ্য সরবরাহ করা হবে তা নির্বাচন করা,
* খাদ্যজনিত রোগ দমনের ব্যবস্থা।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে দু'ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে রশদ তৈরি করা হয়।
ক. আঁশ জাতীয় এবং খ. দানাদার

ক. আঁশ জাতীয় : আমাদের দেশে আঁশ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই খড়। ঋতু ও অঞ্চল ভেদে দেশী এবং উন্নত সবুজ ঘাসও পাওয়া যায়। হৃষ্টপুষ্টকরণে দু'ধরণের আঁশ জাতীয় খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন বা এক সাথেও ব্যবহার হতে পারে। তবে উভয় প্রকার খাদ্যই প্রক্রিয়াজাত করা প্রয়োজন। ধানের খড় হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারের জন্য ইউএমএস প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে। দানা সংগ্রহের পর তাজা ও সবুজ ভূট্টা গাছের উপরের অংশ ৩/৪ টুকরো করে সরাসরি খাওয়ানো যায়। সবুজ ঘাস খাওয়ানোর সময় শতকরা ১০ ভাগ চিটাগুড় সরাসরি মিশিয়ে দিলে ষাঁড় বা বলদের দৈহিক ওজন ২০-২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর মূলে বৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান। মূল কথা হলো গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে আমরা যদি সবুজ ঘাস ব্যবহার করি তাহলে খাওয়ানোর সময় শতকরা ১০ ভাগ চিটাগুড় ঘাসের সাথে সরাসরি মিশায়ে খাওয়াতে পারি। খামারি ভাইয়েরা ইউএমএস এবং চিটাগুড় মিশ্রিত সবুজ ঘাস বিভিন্ন ভাবে খাওয়াতে পারেন। অথবা দুটো খাদ্য মিশ্রণ করেও খাওয়াতে পারেন।

সারণি-১ : আঁশ জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতের জন্য

সূত্র	খাদ্য	শুস্ক পদার্থের ভিত্তিতে গঠন	খাদ্যের ওজনের ভিত্তিতে গঠন
ইউএমএস	খড় ঃ চিটাগুড়া ঃ ইউরিয়া	৮২ ঃ ১৫ ঃ ৩	১০০ ঃ ২২-৩০ ঃ ৩
সংরক্ষিত	খড় ঃ ইউরিয়া	১০০ ঃ ৪	১০০ ঃ ২
তাজা ও ভেজা খড়	খড় ঃ চিটাগুড়া	৯০ ঃ ১০	১০০ ঃ ৩-৫
সবুজ ঘাস	সবুজ ঘাস ঃ চিটাগুড়া	১০০ ঃ ১০	১০০ ঃ ৩.০-৩.৫

ইউরিয়া মোলাসেস ট্রি (ইউ.এম.এস) : ইউরিয়া, মোলাসেস ও খড় এর মিশ্রণকে সংক্ষেপে ইউ.এম.এস বলে। এই মিশ্রণটি শুকনা খড়ের পরিবর্তে প্রতিদিন গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়। মিশ্রণটিতে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার অনুপাত যথাক্রমে ৮২ ঃ ১৫ ঃ ৩।

প্রস্তুত পদ্ধতি : প্রথমে খড়, ইউরিয়া, মোলাসেস ও পানি সঠিক পরিমাণে মেপে নিতে হবে। মেপে নেয়া খড়গুলোকে ৩.০"-৪.০" করে কেটে নিতে হবে। মেপে নেয়া ইউরিয়া, মোলাসেস পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। কেটে নেয়া শুকনো খড়গুলোকে পরিস্কার পাকা মেঝে বা পলিথিনের উপর বিছাতে হবে। এবার পানি, ইউরিয়া ও মোলাসেসের দ্রবণ দিয়ে খড়গুলোকে ভালভাবে মিশালেই ইউ.এম.এস তৈরি হবে।

সাবধানতা: উপকরণগুলোর পরিমাণ কখনও কম বা বেশী করা যাবে না। একবার প্রস্তুত করার পর তা তিন দিনের বেশী রাখা যাবে না।

খ. দানাদার: আমাদের দেশে প্রাপ্ত দানাদার ব্যবহারে বিভিন্ন মিশ্রণ তৈরি করে আঁশ জাতীয় খাদ্যের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

সারণি-২: গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারযোগ্য কিছু দানাদার মিশ্রণ

খাদ্য (১০০০) গ্রাম DM	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩	মিশ্রণ-৪	মিশ্রণ-৫	মিশ্রণ-৬	মিশ্রণ-৭	মিশ্রণ-৮
১. শস্য								
চাল ভাংগা	-	২০০	-	২০০	-	-	১০০	১০০
গম ভাংগা	-	-	১৫০	-	-	-	-	১০০
ভূট্টা ভাংগা	-	-	-	-	-	১৮০	-	-
খেসারি ভাংগা	-	-	-	-	-	-	১০০	-
২. কুঁড়া ভুসি								
গমের ভূসি	৫৪০	৩০০	২৫০	১৩০	-	২০০	১৫০	২৫০
ধানের ভূসি	-	২৩০	২৮০	২০০	৫৩০	২৩০	৩৮০	২৮০
খেসারি ভূসি	২০০	-	-	-	১৪০	১৫০	-	-
মসুর ভূসি	-	-	১০০	২৪০	১০০	-	-	-
৩. আমিষের উৎস								
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	১৫০	-	-	২০০
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	-	-	২০০	-
সরিষার খৈল	-	১৯০	১৪০	-	-	১৬০	-	-
মাছের গুঁড়া	৮০	৫০	৫০	৫০	-	৫০	৪০	৪০
সয়াবিন মিল	-	-	-	-	৫০	-	-	-
৪. খনিজ								
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের পাউডার	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গবাদিপশুকে নিম্নলিখিত দৈহিক ওজন হিসাবে খাদ্য খাওয়ানো উচিত।

খাদ্যের নাম	১০০ কেজির কম	১০০-১৫০ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
ইউ এম এস অথবা শুধু খড়+ইউ এম বি	২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি
সবুজ ঘাস	৪-৫ কেজি	৭-৮ কেজি	৮-১০ কেজি
দানাদার খাদ্য	২.৫-৩ কেজি	৩-৩.৫ কেজি	৪-৪.৫ কেজি

দৈহিক ওজন গ্রহণ : কর্মসূচী চলাকালে নিয়মিত গরুর ওজন নিতে হবে।